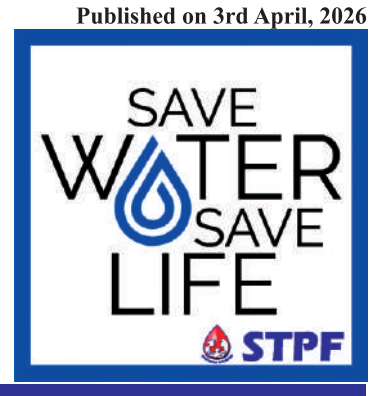


মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd April, 2026



April, 2026 Volume-XII, Issue-II | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375



এক পলকে দেশ

নিষ্কৃতি-মৃত্যু

নয়াদিল্লি- দেশের ইতিহাসে এই প্রথম পরোক্ষ নিষ্কৃতি-মৃত্যু কার্যকর করার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। গাজিয়াবাদের হরিশ রানা ২০১৩ সালে পাঁচতলা থেকে পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে চোট পান। সেই থেকে হরিশ কোমায়। তাঁর বয়স এখন ৩২। প্রাথমিক, সেকেন্ডারি মেডিকেল বোর্ড এবং হরিশের বাবা ও মা একমত হন, হরিশের বেঁচে থাকাকে আর দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। এরপরেই সুপ্রিম কোর্ট এই নিষ্কৃতি-মৃত্যুর পক্ষে রায় দিয়েছে। গত ২৪ মার্চ মৃত্যু হয়েছে হরিশ রানার।

রাজ্যে দু'দফায় ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি- ছুটির দিন রবিবার ১৫ মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল পুদুচেরিও তামিলনাড়ুতে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল। বাংলায় ভোট দু'দফায়। ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল। ফল ঘোষণা ৫ মে। অসম, কেরল, পুদুচেরিতে একদফা অর্থাৎ ভোট হবে ৯ এপ্রিল। তামিলনাড়ুতে ২৩ এপ্রিল।

ফের মূল্যবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি- রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পর এবার দ্বিতীয় কিস্তিতে অটো এলপিজি-র দাম লিটার পিছু ৮ টাকা বাড়ল। এর আগে বেড়েছিল ৫ টাকা। কলকাতায় লিটার পিছু এলপিজি-র দাম বাড়ল ১৩ টাকা।

তৈরি থাকুন

নয়াদিল্লি- 'অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের' মুখে দাড়িয়ে ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিকে সামনে রেখে তিনি বলেন, করোনার সময় দেশবাসীরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, এবারও তাই করতে হবে।

তালিকাভুক্ত

নয়াদিল্লি- বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সাতদিন আগে পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার আবেদন 'বিবেচনা' করা হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি- বিদেশ থেকে নিয়ে আসা অর্থের সাহায্যে যে ব্যক্তি বা সংস্থা ভারতে ধর্মান্তরনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের আটকাতে বিদেশি অনুদান আইন সংশোধনী আনল মোদী সরকার। বিরোধীদের দাবি অগ্রাহ্য করে বিলটি পেশের প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়।



এক পলকে রাজ্য

রাজ্যপাল বদল



নিজস্ব প্রতিনিধি- ভোটের আগে ৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস আচমকা ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর বদলে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস আর এন রবিকে এই রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগ করা হয়েছে।

শেষের তৃতীয়

নিজস্ব প্রতিনিধি- পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পঞ্জাব কেন্দ্রের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তালিকার একেবারে শেষে রয়েছে। নীতি আয়োগ আর্থিক স্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে যে স্বাস্থ্য তালিকা এবং অবস্থান তৈরি করেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান শেষ থেকে তৃতীয়।

বকেয়া ডিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি- ১৫ মার্চ ভোট ঘোষণার ঘণ্টাখানেক আগে বকেয়া ডিএ দেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আংশিক বকেয়া ডি এ-র অর্থ কিস্তিতে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

ফের আর জি কর

নিজস্ব প্রতিনিধি- আরজিকর হাসপাতালে সন্তানের চিকিৎসা করাতে এসে ১৯ মার্চ জন্মদিনের দিন লিফ্‌টে আটকে থেঁতলে মৃত্যু হল দক্ষিণ দমদম এলাকার বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

তদন্তে এন আই এ

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভাঙড়ের বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তভার নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দাদের অনুমান, এই বিস্ফোরণের পেছনে বড় ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮ মার্চ রাতে। মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

প্রয়াত রাহুল

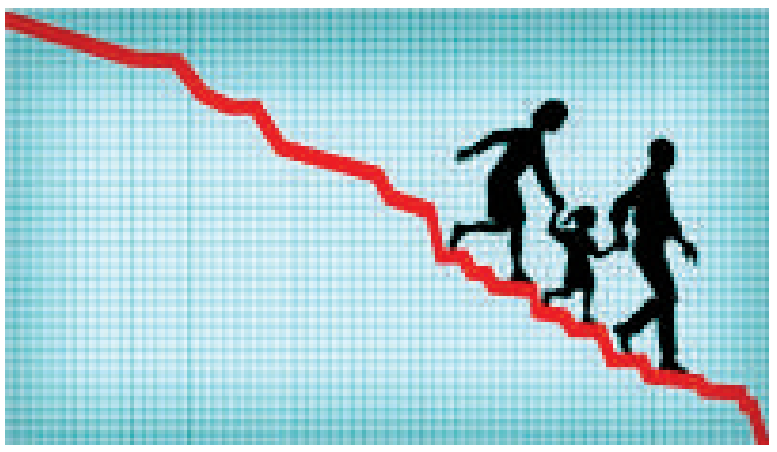


নিজস্ব প্রতিনিধি- দীঘার তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে ২৯ মার্চ সমুদ্রে ডুবে মারা গেলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৩)। ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করে গা' শুটিং করতে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি।

ভারতে জনসংখ্যার হারে হেরফের ভারসাম্য রাখতে সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

বিশেষ প্রতিনিধি- দুটি বিপরীতধর্মী প্রভাব দেখা যাচ্ছে দেশে। জনসংখ্যার নিরীখে এই বেশ কিছুদিন আগে ভারত চিনকে পেছনে ফেলে শীর্ষ স্থনের দখল নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ভারতে জনসংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ কথায় কথায় বলেন, 'দেশে উন্নতি কি করে হবে?' এই বিপুল জনসংখ্যার কারণেই ভারতের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। যদিও এসব মন্তব্যের পেছনে কোনও যুক্তি গ্রাহ্য কারণ নেই।

গত কয়েকদিন আগে অন্ধ্রপ্রদেশে 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি'-র একটা খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩-২০২৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে মোট প্রজনন হার (TER) হল ১.৫। এই হার স্থিতিশীল জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিস্তাপন স্তর ২.১ এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এর ফলে, রাজ্য সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বড় পরিবার গঠনে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জনসংখ্যার স্থিতিশীল হার বলতে বোঝায় এক নারী ও এক পুরুষ (স্বামী-স্ত্রী) মিলিতভাবে ২ জন সন্তান রেখে যাবেন। এরকমটা হলে জনসংখ্যার হার ঠিক থাকবে। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই স্থিতিশীল হার বলতে বোঝায় ২.১। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে বর্তমানে সেটা ১.৫। একইভাবে দক্ষিণ ভারতে এই স্থিতিশীলতার হার কমছে। অর্থাৎ জনসংখ্যা কমছে। পশ্চিমবঙ্গে এই হার বর্তমানে ১.৪ থেকে ১.৬-এর মধ্যে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে এখনও এই সমস্যা তৈরি হয় নি। বর্তমানে এখন জনসংখ্যার হার উত্তরপ্রদেশে (২.৪ থেকে ২.৭) এবং বিহারে সবচেয়ে বেশি (৩.০)।



অতীতে একটা সময় গেছে যখন দেশে জনসংখ্যা কমানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্যের প্রচার এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। জোর করে জনসংখ্যা কমানোর ফল ভুগতে হয়েছিল শাসকদলকে। কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে ভারতে জনসংখ্যার হার স্থিতিশীলতার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। যেসব রাজ্যগুলোতে এই হার কমছে সেখানকার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ভারসাম্য বজায় রাখতে বিভিন্ন রকম উৎসাহব্যাঞ্জক ও প্রেরণামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছে।

অ্যাথেরোমা ঃ হৃদরোগ এবং মৃত্যুর প্রধান কারণ

সঞ্জীব আচার্য্য

ভারতে অ্যাথেরোমা বা অ্যাথেরোমেটাস প্ল্যাকের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। অ্যাথোরোমা হল ধমনীর ভেতরের দেয়ালে চর্বি জাতীয় পদার্থ, কোলেস্টেরল, ক্যালসিয়াম এবং কোষীয় বর্জ্যের জমা হওয়া। এর ফল ধমনীর প্রাচীর পুরু, শক্ত হয়ে যায় এবং রক্তপ্রবাহ কমে যায়। এক পর্যায়ে এটি গুরুতর হৃদরোগের কারণ হতে পারে। প্ল্যাক ফেটে গেলে রোগীর হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকও হতে পারে।

এটি কেন হয়?

চিকিৎসকদের মতে, ধমনীর আস্তরণের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির কারণে অ্যাথোরোমা তৈরি হয়। যেমন, এর কারণগুলি হল (ক) উচ্চ কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড, (খ) উচ্চ রক্তচাপ, (গ) তামাক ব্যবহার বা ধূমপান, (ঘ) ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স,(ঙ) স্থূলতা এবং নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন, (চ) দীর্ঘস্থায়ী প্রবাহ।

ধমনীর ৭০ শতাংশের বেশি অবরুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত অ্যাথেরোমার লক্ষণ দেখা যায় না, যা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে রক্তপ্রবাহ কমিয়ে দেয়। তাছাড়া, এই লক্ষণ স্থানভেদে ভিন্ন হয়।

অ্যাথেরোমার চিকিৎসা

চিকিৎসকদের বক্তব্য, এর প্রধান লক্ষ্য হবে রক্তে থাকা চর্বিজাতীয় পদার্থ প্রতিস্থাপন করা এবং জীবনযাত্রার ব্যবস্থাপনা করা। এর অর্থ হল কোলেস্টেরল কমানো, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং ধূমপান ত্যাগ করা।

এলডি এল কোলেস্টেরল কমাতে এবং প্লাক স্থিতিশীল করাতে ব্যবহৃত ঔষধগুলোর মধ্যে অ্যান্টিপ্লেটলেট ও এসিই ইনহিবিটর একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এছাড়াও অস্ত্রোপচারের জন্য অন্যান্য পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, স্টেন্ট স্থাপন ইত্যাদি।



এখানে - ওখানে

রাজপথে বর্ণময় নারী দিবস উদযাপনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন



নারী দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংগঠনের নারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- আন্তর্জাতিক নারীদিবসকে সামনে রেখে ৭ মার্চ শ্যামবাজার পাঁচমাথার সংযোগস্থলে ‘নারীদিবস’ উদ্‌যাপন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। সংগঠনের মহিলা সদস্যরা গোটা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সাবেকি নারী দিবস পালনের রাস্তা থেকে সামান্য সরে গিয়ে আমন্ত্রিত সব নারীদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। সমাজের বিভিন্ন পেশা থেকে আগত প্রায় ২৫০ জন নারীকে এই মঞ্চ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যা কণিকা বিশ্বাস ও মিতালি পাল নারী দিবসের জন্য নির্দিষ্ট এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

এই নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে স্থানীয় থানা থেকে দু’জন মহিলা শ্রাবন্তী মণ্ডল ও অর্পনা দাস অনুষ্ঠানস্থলে এসেছিলেন তাঁদের ওপর অর্পন করা দায়িত্ব পালন করতে। এই কর্তব্যরত দু’জন মহিলা পুলিশকেও নারী দিবসের মঞ্চে আমন্ত্রণ করে সম্বর্ধিত করা হয়। স্থানীয় দু’জন নির্বাচিত মহিলা পৌরমাতা ইলোরা সাহা এবং ডাঃ মীনাক্ষী গাঙ্গুলি আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। ভারতের প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার এবং বর্তমান ক্রিকেট প্রশাসক মিঠু মুখার্জিও এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের শুরু লতা জয়সোয়ালের বাঁশি দয়ে। এরপর আবৃত্তি করেন কথাকলি সোম। লিটল গিফট ফাউন্ডেশন, হৃদমাঝারে, প্রচেষ্টা, অল মাই ফ্রেন্ডস, নবজাতক, রূপসা চৌধুরী এবং তাঁর দল, ভরসার ছাত্রীবৃন্দ সকলকেই সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের মা গায়েত্রী আচার্য্যকেও সম্বর্ধিত করা হয়। দন্ত চিকিৎসক ডাঃ সুতপা মাইতিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ওলা উবের-এর মহিলা চালকদের সংগঠনের মঞ্চে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সংগঠনের প্রধান রূপা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া সোসাইটি ফর এশিয়ান স্টাডিজের কলকাতা শাখার সম্পাদক শর্মিষ্ঠা দে বসু, নিবেদিতা আচার্য্য, মিলি আচার্য্য সহ সংগঠনের সমস্ত মহিলা সদস্যদের সম্বর্ধিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রথামাফিক মঞ্চে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

টালাপার্ক ১৫ পল্লীতে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- টালাপার্ক ১৫ পল্লীর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্যশিবির। সঙ্গে ছিল রক্তদান কর্মসূচী। স্থানীয় বহু মানুষ এই স্বাস্থ্য শিবিরে এসে তাঁদের সুগার এবং বিএমডি টেস্ট করান। প্রতিবছরই টালাপার্ক ১৫ পল্লী এলাকার মানুষের সুবিধার্থে এই অঞ্চলে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। এই ধরনের সমাজসেবার জন্য এই



টালাপার্ক ১৫ পল্লীতে চলছে স্বাস্থ্য শিবির

অঞ্চলে টালা ১৫ পল্লীর সুনাম সুবিদিত। শুধু স্বাস্থ্য শিবিরই নয় অন্যান্য বহু সমাজসেবামূলক কাজ এই সংগঠন করে থাকে। নিখরচায় এই স্বাস্থ্যশিবিরে বহু মানুষ এবার পরিষেবা পেয়েছে। থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচীতেও এখানে ভালো সাড়া মিলেছে। টালা ১৫ পল্লীর পক্ষ থেকে সোনাই সরকার সহ অন্যান্যরা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাবে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৫ মার্চ রবিবার অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য শিবির। থ্যালসেমিয়া প্রতিরোধে জন সচেতনতা গড়ে তুলতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন প্রতিটি শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। এছাড়া শিবিরে আগতদের ব্লাড সুগার এবং ইসিজিও করা হয়।

সেরাম নিউটাউন শাখার উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সামাজিক পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের নিউটাউন শাখা ২১ মার্চে ইউটিএসএ সংস্থার সামনে নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি স্বাস্থ্য শিবির করে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে পরিষেবা নিতে আসেন এলাকার বহু সাধারণ মানুষ। অতীতে এই শাখার উদ্যোগে এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি এরকম স্বাস্থ্য শিবিরে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রয়াসে

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল গণদেবতাদের পুজো



‘অন্নপূর্ণার মন্দিরে গণদেবতাদের পুজো’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংগঠনের সদস্যরা এবং উদ্যোক্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতিবছরই অন্নপূর্ণা পুজোর প্রাক্কালে সেরাম থ্যালা সেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন অভিনব পদ্ধতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মোড়কে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের হাতে নিখরচায় চাল, ডাল, আটা, ময়দা, ঘি ইত্যাদি তুলে দিল। শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের নির্দেশনা, গ্রন্থনা ও পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় ‘দেবীর মর্ত্যে আগমন’ নাটক। নাটকের কুশীলবরা হলেন এই সংগঠনেরই সদস্য এবং সদস্যারা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটাই উদ্দেশ্য, বেশিসংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে সংগঠনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এবছর শহরের চারটি জায়গায় এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

অন্নপূর্ণা পুজোর একটা বাতাবরণ তৈরি করে মানুষকে একত্র জড় করে সংগঠনের উদ্দেশ্যকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই অনুষ্ঠানের একটি আলঙ্কারিক নামকরণ করা হয়েছে ‘অন্নপূর্ণার মন্দিরে গণদেবতাদের পুজো’। এবছর প্রথম অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে শ্যামবাজার পাঁচমাথার সংযোগস্থলে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ছিল দক্ষিণদাড়ি ইয়ুথ-এর সৌজন্যে। পরবর্তীটি মির্জাপুর জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। শেষোক্তটি ছিল হরিশ মুখার্জি রোড কালীপূজা সমিতির প্রাঙ্গণে। প্রতিটি অনুষ্ঠানস্থলেই প্রথমেই মঞ্চস্থ করা হয় নাটকটি। এবার নাটকের মূল থিম ছিল আগত বিধানসভা নির্বাচন। নাটক শেষে এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের হাতে খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। দক্ষিণদাড়ি ইয়ুথের অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পার্থ ভার্মা। মির্জাপুর জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সহ-সভাপতি শান্তনু দাস, সম্পাদক অরিজিৎ দাস, কোষ্যাধ্যক্ষ মহাদেব বৈশিষ্ট্য সহ অন্যান্যরা। হরিশ মুখার্জি রোড কালীপুজা কমিটির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরপিতা বাবলু শীল, পৌরমাতা পাপিয়া সিং, পুজো কমিটির সহ-সভাপতি অভিষেক রায় সহ অন্যান্যরা।



লারিজানি নিহত, স্বীকার করল ইরান



আলি লারিজানির শেষকৃত্যে ভিড় ১৮ই মার্চ তেহরানে

তেহরান- শেষ পর্যন্ত ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আলি লারিজানি এবং তাঁর ছেলের নিহত হওয়ার খবর স্বীকার করল ইরান। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, ১৭ মার্চ রাতের হামলায় নিহত হয়েছেন ইরানের গুপ্তচরমন্ত্রী ইসমায়েল খাতিবও। এই হামলার মধ্যে 'ব্যাঙ্কার বাস্টার' বোমা দিয়ে হরমুজ প্রণালীর কাছাকাছি অবস্থিত ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। লারিজানির মৃত্যুতে ইজরায়েল উল্লসিত। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাখচি বলেছেন, 'আমেরিকা ও ইজরায়েল বুঝতে পারছে না, ইরানের সরকার কোনও ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরশীল নয়।' আমেরিকান সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২২০০ কিলোগ্রাম ওজনের বোমা ফেলা হয়েছে হরমুজ প্রণালীর কাছে। আমেরিকা বরাবর দাবি করে আসছে, ইরান যদি পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে বাধা দিয়ে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে রাখে, তাহলে আমেরিকা তা খোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। প্রয়োজনে আক্রমণ বাড়ানো হবে।

নিহত লস্কর নেতা

লাহোর- পাকিস্তানের মুরিদকে এলাকায় পরিবারের সদস্যদের হাতেই খুন হল জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার কমান্ডার বিলাল তারিফ সরাফি। লস্করের সদর দফতরের সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে। যুবকদের জঙ্গি দলে নিয়োগ করার দায়িত্বে ছিল বিলাল।

স্কুলে আক্রমন

তেহরান- ইরানের বিদেশমন্ত্রী আববাস আরাখটি অভিযোগ করেছেন, গত এক মাসে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরান জুড়ে ৬০০ টিরও বেশি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ১০০০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক এই হামলায় নিহত এবং আহত হন।

দ্রুত গলছে হিমবাহ

কাঠমাণ্ডু- দূষণ ও উষ্ণায়নের জেরে গত ২৫ বছরে হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বতে থাকা হিমবাহ গলছে দ্বিগুণ গতিতে। নেপালের একটি গবেষণা সংস্থার রিপোর্টে এই তথ্য জানা গেছে, এর ফলে ওই পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হওয়া নদী এবং তার উপর নির্ভরশীল প্রায় ২০০ কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিপন্ন হওয়ার অবস্থা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। উষ্ণায়ন কমাতে বিশ্বব্যাপী আলোচনা চলছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

সাগরপারের টুকিটাকি

ভাঙ্গল বিমান

কলম্বিয়া- কলম্বিয়ার আমাজন এলাকায় সামরিক বিমান ভেঙ্গে পড়ে ১২০ জন সেনার মৃত্যু হল। সে দেশের সেনা অফিস থেকে জানানো হয়েছে পেরু-কলম্বিয়া সীমান্তের কাছে একটি বিমানঘাটি থেকে বিমানটি রওনা হয়েছিল। ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই সেটা ভেঙ্গে পড়ে। উদ্ধার কার্য শুরু করে জরুরি দফতর। দেশের প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো জানিয়েছেন, পুরনো হেলিকপ্টার ও বিমান দিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইরানে নতুন সচিব, লারিজানির বদলে জোগলাদার

তেহরান- আমেরিকা ও ইজরায়েল হানার মৃত্যু হয়েছে ইরানের নিরাপত্তা বিভাগের সচিব লারিজানির। তেহরান জানিয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব হচ্ছেন মহম্মদ বাঘের জোগলাদার। অতীতে তিনি ইরানিয়ান রেভলিউশনারি গার্ডের কম্যান্ডার ছিলেন। কূটনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, ইরানের ক্ষমতার প্রতিটি বিভাগের সঙ্গে লারিজানির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মসৃণ । এছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল বেশ মসৃণ। ইরানের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মহসিন রেজায়ি জানিয়েছেন, ''এবার চোখের বদলে চোখ নয়, চোখের বদলে মাথা নেওয়ার লড়াই শুরু হবে। আমেরিকার হাতে আর বেশি সময় নেই।'

পাক জাহাজ আটক

তেহরান- ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধে সম্প্রতি মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। পাক প্রধানমন্ত্রীর শাহবাজ শরিফের মধ্যস্থতার প্রস্তাব সমাজমাধমে শেয়ার করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই অবসরে হরমুজ প্রণালী পার হওয়ার অনুমতি পেল না পাকিস্তানের করাচি বন্দরগামী একটি জাহাজ। কাবুলে ইরানের দূতাবাসের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র এবং অনুমতি না থাকার কারণেই সেলেন নামের ওই কন্টেনারটিকে ফেরত পাঠায় ইরানের 'ইসলামি রেভেলিটলনারি গার্ড কোর'-এর নৌ সেনা।

খারিজ ট্রাম্পের ভাষ্য

ওয়াশিংটন- পশ্চিম এশিয়ার ঘটনা নিয়ে ট্রাম্পের ঘন ঘন মন্তব্যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় সময় ২৩ মার্চ বিকেলে হঠাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে জানান, 'ইরানের সঙ্গে তাঁর খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। অতএব আগামী পাঁচদিন ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালাবে না আমেরিকা। সারা সপ্তাহ ধরে আলোচনা চালানো হবে।' মুহূর্তের মধ্যে ট্রাম্পের এই ঘোষণার ফলে অশোধিত তেলের দাম খানিকটা কমে যায়। আমেরিকার ডব্লু টি আই ৯৯ ডলারে নেমে আসে। ট্রাম্পের ঘোষণার এক ঘণ্টা পর ইরানের বিদেশ মন্ত্রক জানায়, এই ধরনের কোনও আলোচনাই হয় নি।



মুহুর্মুহু ড্রোন হামলা কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !



প্রঃ আমরা বিভিন্ন সময়ে ইনফেকশনের জন্য অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে থাকি। এইসব ওষুধের সাইড এফেক্ট এবং কিভাবে সতর্ক থাকা যায়, তা জানালে বাধিত হব।

কৃষ্ণা চ্যাটার্জি, বালিগঞ্জ

উঃ হ্যাঁ। আমাদের যে বিভিন্ন সময় অ্যান্টিবায়োটিক নিতেই হয়। জ্বর, সর্দিকাশি, ডায়েরিয়া, ইউরিনারি ইনফেকশন এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে। কিছুক্ষেত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা Side Effect দেখা দিতে পারে। যেমন—

অ্যালার্জি (Allergy Reactions) ঃ কখনও বা কোন অ্যান্টিবায়োটিক থেকে পায়ে দাগ (Rashes), চুলকানি প্রভৃতি হতে পারে। এছাড়াও আরও সাংঘাতিক অবস্থা হতে পারে, যেমন Stevens Jhonson Syndrome । এক্ষেত্রে পুরো শরীরে Rashes দেখা দেয়। ফোস্কা পড়ে যায় (Blisters), খাদ্যনালীর মধ্যের যে ঝিল্লী (Mucosa), তাও আক্রান্ত হয়। এটি খুবই সাংঘাতিক অবস্থা। পেনিসিলিন, সালফোনালাইড প্রভৃতি থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। সুতরাং এগুলি খুবই সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

কারও যদি আগে কোনও অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে এরকম উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে ঐ ওষুধ না নেওয়াই ভালো এবং চিকিৎসকের কাছে এবং উল্লেখ করে রাখা দরকার।

অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন নেওয়ার আগে সতর্কতামূলক পরীক্ষা (Sensitivity Test) করে নেওয়া উচিত। অল্পস্বল্প Rashes বা চুলকানি হলে অ্যান্টিঅ্যালার্জিক ওষুধ, যেমন—Fexofenadine, Cetiri cine প্রভৃতি দিলে ঠিক হয়ে যায়।

Stevens Jhonson Sin drome হলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা উচিত। অ্যান্টিঅ্যালার্জিক ওষুধ ছাড়াও স্টেরয়েড এবং Supportive Care দেওয়া প্রয়োজন হয়।

ডায়েরিয়া (Diarrhoea) ঃ কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক থেকে হতে পারে, যেমন—অ্যামক্সিসিলিন, অ্যামপিসিলিনি, সালফোনামাইডস প্রভৃতি। এক্ষেত্রে বেশী করে জল, ORS ল্যাকটোক্যাসিলাস, কখনও বা মেট্রোনিডাজোল (Metroni dajole) নিতে হয়। পরবর্তীকালে এই জাতীয় ওষুধ নিলে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

কিডনির সমস্যা (Nephro toxicity) ঃ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস (Streptomycin, Amikacin, Gentamycin প্রভৃতি) থেকে কিডনির সমস্যা হতে পারে, বিশেষতঃ বয়স্কদের ক্ষেত্রে। সেইজন্য এইসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা পরে পরীক্ষা করে নিতে হয়।

যাদের কিডনির সমস্যা আছে, তাদের এইসব ওষুধ খুব প্রয়োজন না হলে না দেওয়াই ভালো।

কুইনোলোনস (Quinolones) ঃ যেমন, Ciprofloxacin, Ofloxa cin, Norfloxacin প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় ডায়রিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন প্রভৃতিতে। কিন্তু মৃগী রোগ থাকলে এগুলি না দেওয়াই ভালো, কারণ এরা খিঁচুনি ডেকে আনতে পারে।

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া (Aplastic Anaemia) ঃ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন ক্লোরাম ফেনিকল, সালফোনামাইডস প্রভৃতি এই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এটি খুব সাংঘাতিক রকমের অ্যানিমিয়া। তবে এইসব অ্যান্টিবায়োটিক এখন খুব একটা ব্যবহার হয় না।

এছাড়াও, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি হতে পারে। এটা একটা বিরাট সমস্যা। অনেক সময়ই দেখা যায় যে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েও কোন জীবাণুকে দমন করা যাচ্ছে না। জীবাণুর Multi Drug Resistant Strain-এর জন্য এরকম হতে পারে। সুতরাং অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার যথাযথভাবে করতে হবে।

প্রঃ ASD-র চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাই। *শতদল দাস, হাওড়া*

উঃ ASD বা Atrial Septal Defect হল এরকম জন্মগত হার্টের অসুখ (Congenital Heart Disease), যেখানে হার্টের দক্ষিণ অলিন্দ ও বাম অলিন্দের মধ্যে যে দেওয়া থাকে তাতে ছিদ্র দেখা দেয়। ছোট ছিদ্র হলে অনেক সময় পরবর্তীকালে মিলিয়ে যায়। কিন্তু বড় বা মাঝারি ছিদ্র হলে অপারেশন কমিয়ে নেওয়াই ভালো। আগে ওপর হার্ট সার্জারি করা হত, কিন্তু এখন ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে ছিদ্র বন্ধ বা করা হলে পরবর্তীকালে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি পালমোনারী হাইপারটেশন হয়ে যায়, তাহলে অপারেশন করা যায় না। যত তাড়াতাড়ি এটা করা যায় ততই ভালো। যাদের ছিদ্র রয়েছে, তাদের কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। যেমন-Ace Inhibitors , Beta Blockers প্রভৃতি। Arrhythmia থাকলে তার চিকিৎসাও করা হয়।

প্রঃ অনেক সময় সি আর পি (CRP) পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। এর তাৎপর্য কি? *অজন্তা বসাক, সল্টলেক*

উঃ সি আর পি (C Reactive Protein) হল একরকমের প্রোটিন যা রক্তে পাওয়া যায় এবং যকৃতে (Liver) তৈরি হয়। শরীরে যে কোন প্রদাহ (Inflammation) হলে এর মাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ এটি হল একটি Acute Phase Protein।

যে সব ক্ষেত্রে রক্তে এর মাত্রা বাড়ে। সেগুলি হল—

(১) সংক্রমণ (Infection) বেশীর ভাগ ইনফেকশনেই এর মাত্রা বাড়ে। টিউবারকুলোসিস-এর ক্ষেত্রেও তাই।

(২) কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখ, যেমন, SLE, Rheumatold Arthrities প্রভৃতিতেও এর মাত্রা বাড়ে। Inflam matory Bowel Disease -এও এর মাত্রা বাড়ে।

(৩) hs CRP (Highly Sensitive CRP) এর মাত্রা হার্টের অসুখ বেড়ে যেতে পারে। এর মাত্রা বেশী থাকলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

(৪) গর্ভাবস্থার (Pregnancy) দ্বিতীয়ার্ধে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রক ওষুধ (Birth Control Pill) নিলেও রক্তে CRP-র মাত্রা বাড়তে পারে।

(৫) আঘাত (Trauma) বা হাড় যাওয়া (Burws) ক্ষেত্রে এর মাত্রা বাড়তে পারে।

প্রঃ লিভারের সিরোসিসের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোকপাত করলে ভালো হয়। আমার কাকার এই রোগ আছে। *অলক দত্ত, মানিকতলা*

উঃ সিরোসিস অব লিভার কেন কঠিন একটি রোগ। এর চিকিৎসা খুবই কঠিন। এই রোগে সেরকম কোনো ওষুধ এখন নেই। একমাত্র উপায় লিভার প্রতিস্থাপন (liver transplantation) মৃত ব্যক্তির থেকে অথবা জীবিত ব্যক্তির (Donar) থেকে লিভারের অংশ প্রতিস্থাপন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সবার পক্ষে সম্ভব হয় না।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যা করতে হবে তা হচ্ছে এই রোগের থেকে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় তার চিকিৎসা। অনেকেরই পা ফোলা বা পেট ফোলা (Ascites) থাকে। সেক্ষেত্রে নুন খাওয়া কমাতে হবে। ডাইউরেটিক (Diuretic) জাতীয় ওষুধ খেতে হবে। এবং বেশি পেট ফুলে গেলে জল বার করতে হয়।

এই অসুখের আর এক সমস্যা হল খাদ্যনালীর মধ্যে স্ফীত শিরা ফেটে গিয়ে রক্তপাত হওয়া।

(পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদকীয়

ইতিহাস

টি ২০ তে ভারতের বিশ্বকাপ জয় নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। পরপর দু'বার এই জয় নিয়ে গোটা দেশব্যাপী মহা উদ্‌যাপনের পর্ব শেষে আরেকটি জয়ের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম ট্রফি জয়। এই জয়টাও আরেকটা ইতিহাস। আমাদের দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় এই মরশুমের সেরার সম্মান জম্মু ও কাশ্মীর এই প্রথম অর্জন করল বলেই নয়, যেভাবে ধাপে ধাপে তারা জয়ের লক্ষ্যে আরোহন করেছে তা অনির্বচনীয়। একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকালে, আমরা দেখতে পাব সাতবারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন দিল্লিকে পরাস্ত করে তারা নকআউট স্তরে উঠেছে। প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন মধ্যপ্রদেশকে হারিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে, বাংলাকে সেমি ফাইনালে এবং ফাইনালে আটবারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটককে। জম্মু ও কাশ্মীর দলের পরস ডোগরা, কামরান ইকবাল, সাহিল লোতরা, আকিব নবিরা প্রতিনিয়ত লড়েছেন কে এল রাহুল, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, করুন নায়ার, মায়াঙ্ক আগরওয়ালের মতো আন্তর্জাতিক স্তরে খেলে আসা ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে। সেকারণেই জম্মু ও কাশ্মীর দলটার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। খ্যাতিমানদের এই জয় প্রাপ্যই ছিল।

ক্রিকেটে জয়ের ক্ষেত্রে খেলার মাঠের মুন্সিয়ানাই বিবেচ্য হয়, কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের এই জয়কে সেই দাঁড়িপাল্লায় মাপলে বিষয়টাকে অনেক ছোট করে দেখা হবে। বিশ্ব ক্রিকেটে আফগানিস্তানের উত্থান যেমন রূপকথা তেমনি জম্মু ও কাশ্মীরের এই জেগে ওঠার কাহিনীটাও একই রকমের। এই একটি রাজ্য এবং একটি দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সামরিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেখানে কণ্টকপূর্ণ, সেখানে খেলার স্বপ্ন বিলাসিতা। আমাদের দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে বিভিন্ন রাজ্যগুলো এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো যথেষ্ট সময়, অর্থ, পরিকাঠামোর যোগান পাচ্ছে। যার মাধ্যমে ভাল ভাল প্রতিভা তুলে আনা সম্ভব হচ্ছে। কাশ্মীর সেখানে সবদিক থেকে ব্রাত্য এবং উপেক্ষিত হয়ে আসছে। ভারতবাসীদের আলোচনা হয় জম্মু ও কাশ্মীরের পর্যটন নয় সন্ত্রাস নিয়ে। কখনই খেলাধূলা নিয়ে নয়। এতসত্ত্বেও গত দশ বছরে তারা রঞ্জিতে নজর কেড়েছে। তিনবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্রের সুনজরের সুবাদে এবং ক্রীড়া প্রশাসনের উদ্যোগে ভারতীয় ক্রিকেটের স্নায়ুকেন্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছে। সেখানে জম্মু ও কাশ্মীর নিতান্তই নগণ্য। রঞ্জি ট্রফিতে এই নৈসর্গিক রাজ্যটির ক্যারিশমা বুঝিয়ে দিচ্ছে, সেখানে প্রতিভার কোনও দুর্ভিক্ষ নেই। শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না। তাঁকে অন্বেষণ করে তুলে এনে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিলে জয়ের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়। সদিচ্ছা এবং উদ্যম, সক্রিয়তা থাকলে অনাদৃতরা যে সমাদৃত হয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জম্মু ও কাশ্মীর।

প্রভুর তেজ

লোকনাথ গোস্বামী

নীলাচল শ্রীজগন্নাথের স্থান। কিন্তু প্রভুর তেজে জগন্নাথের তেজও খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। হইবারই কথা। চিরকালই জীবের নিকট অচল জগন্নাথ হইতে সাল জগন্নাথ বড় হইবেন। নীলাচল হইতে বিদায় হইয়া ঠাকুর মহাশয় উৎকলে, নৃসিংহপুরে, শ্যামানন্দের স্থানে চলিলেন। শ্যামানন্দের পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল সদগোপ জারি। অল্প বয়সে শ্যামানন্দ গৃহত্যাগ করিয়া অম্বিকা কালনায় আসিয়া হৃদয়ানন্দের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। সেখান হইতে ভারতবর্ষের তাবৎ তীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হবেন। সেখানে তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া, শ্রীজীব গোস্বামী আপন নিকটে রাখিলন, রাখিয়া ভক্তি শাক্ত অধ্যায়ন করাইতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের দায়িত্ব আসিয়া নিজ দেশে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দের প্রভাবের কথা কি বলিব। ব্রাহ্মণেও তাঁহার চরণ বরণ করিতে লাগিলেন ও রসিক মুরারি তাঁহার শিষ্য হইবেন। এইরূপ উক্ত আছে যে, তাঁহার শিষ্য রসিক সর্ব্বসমক্ষে রথারোহন করিয়া গোলকে গমন করিয়াছেন।

ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দের স্থানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। যে ঠাকুর মহাশয় নাম বলিয়া শ্যামানন্দ ও তাঁহার মন প্রেমে পুলকিত হইতেন, তিনি এখন তাঁহাদের সম্মুখে। শ্যামানন্দের বাড়ীতে দিবা নিশি উৎসব আরম্ভ হইল। কয়েক দিবস পরে ঠাকুর মহাশয় বিদায় চাহিলেন।

ওমর খৈয়াম—জীবন-সায়াহ্নে চিরশান্তি চাইলে জীবদ্দশায় যাবতীয় যন্ত্রণা নিজে অনুভব করো, কিন্তু অন্যকে কদাচ যন্ত্রণা দিয়ো না।

জর্জ ওয়াশিংটন—শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়, কিন্তু তাকে আলোয় আনতে বহু যন্ত্রণা সইতে হয়।

টেরি ইগলটন—কোনও নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজটি হিউম্যানিটিজের ছোঁয়াতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ এপ্রিল — রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৩৫
২ এপ্রিল — গায়ক বড়ে গোলাম আলি খানের জন্ম ১৯০২
রক্ত সঞ্চালনের আবিষ্কারক উইলিয়াম হার্ভের জন্ম ১৫৭৮
৩ এপ্রিল — রায়গড় দুর্গে শিবাজির মৃত্যু ১৬৮০
রানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী করা হল ১৮৫৭
৪ এপ্রিল — জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসি ১৯৭৯
চাঁদে গেলেন প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা ১৯৮৪
নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ীর জন্ম ১৮৯৭
৫ এপ্রিল — ফরাসি বিপ্লবের নেতা জর্জেস জ্যাকুয়েস দাঁন্তেকে গিলোটিনে হত্যা করা হল ১৭৯৪
ডান্ডিতে লবন সত্যাগ্রহে যোগ দিলেন গান্ধিজী ১৯৩০
৬ এপ্রিল — ভারতের ওপর জাপানীদের প্রথম বোমা বর্ষণ ১৯৪২
আমেরিকায় জাতি দাঙ্গা শুরু হল ১৯৬৮
৭ এপ্রিল — পণ্ডিত রবিশঙ্করের জন্ম ১৯২০
কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের জন্ম ১৭৭০
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গঠন ১৯৪৮
৮ এপ্রিল — সিপাহী বিদ্রোহের শহীদ মঙ্গল পান্ডের ফাঁসি ১৮৫৭
ভারত পাকিস্তানের মধ্যে নেহরু লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৫০
৯ এপ্রিল — পল রবসনের জন্ম ১৮৯৮
ভারত পাক যুদ্ধ ১৯৬৫
সিরাজ উদ্‌ দৌল্লার সিংহাসনে আরোহন ১৭৫৬
ইরাকের রাজধানী বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ নিল মার্কিন সৈন্য ২০০৯
১০ এপ্রিল — ভারতীয় উপগ্রহ ইনস্যাট-১ এর উৎক্ষেপন ১৯৮২
ডঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্ম ১৭৫৫
১১ এপ্রিল — গায়ক কুন্দনলাল সায়গলের জন্ম ১৯০৪
চিত্রকর যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭
১২ এপ্রিল — মহাকাশে প্রথম নভশ্চর ইউরি গ্যাগারিন ১৯৭৯
নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের জন্ম ১৮৬৩
আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু ১৮৬১
১৩ এপ্রিল — জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ১৯১৯
১৪ এপ্রিল — বি আর আম্বেদকরের জন্ম ১৮৯১
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা ১৮৬৫
ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির আত্মহত্যা ১৯৩০
ওস্তাদ আলি আকবরের খানের জন্ম ১৯২২
১৫ এপ্রিল — লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জন্ম ১৪৫২
কিম ইল সুঙ-এর জন্ম ১৯১২
গুরু নানকের জন্ম ১৪৬৯
১৬ এপ্রিল — বম্বের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম ট্রেন চালানো হল ১৮৫৩
চার্লি চাপলিনের জন্ম ১৮৮৯
১৭ এপ্রিল — কিউবা থেকে ফিদেল কাস্ত্রোকে অপসারণের মার্কিন চক্রান্ত ব্যর্থ ১৯৬১
নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বোসের জন্ম ১৮৫৩
বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার গঠন ১৯৭১
১৮ এপ্রিল — চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে হানা ১৯৩০
কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা ১৯৭৫
কেরালাকে সম্পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা ১৯৯১
১৯ এপ্রিল — আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু ১৭৭৫
ভারতের প্রথম আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালেস্টিক মিসাইল 'অগ্নি-৫' পরীক্ষা করা হল ২০১২
জিম করবেটের প্রয়াণ ১৯৫৫
২০ এপ্রিল — লিগ অফ ন্যাশানস বন্ধ হল ১৯৪৬
ফ্রান্সে পৌঁছল ব্রিটিশ ব্রিগেড ১৯৪০
বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষা চালালো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫১
২১ এপ্রিল — ইব্রাহিম লোদী এবং বাবরের মধ্যে প্রথম পানিপথের যুদ্ধ শুরু ১৫২৬
বার্লিনে প্রবেশ করল লাল ফৌজ ১৯৪৫
২২ এপ্রিল — সুভাষ চন্দ্র বোস সিভিল সার্ভিসের থেকে ইস্তফা দিলেন ১৯২১
অভিনেতা লরেন্স অলিভারের জন্ম ১৯০৭
ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ করার অভিযোগে দেশজুড়ে প্রতিবাদ ১৯৭২
২৩ এপ্রিল — বিশ্ব পুস্তক দিবস, উইলিয়াম শেক্সপীয়রের জন্ম দিন ১৫৬৪
২৪ এপ্রিল — জব চার্নক সুতানুটিতে এলেন ১৬৯০
আইরিশের স্বাধীনতা যুদ্ধ (ইস্টার রাইজিং) ১৯১৬
শচীন তেণ্ডুলকরের জন্ম ১৯৭৩
২৫ এপ্রিল — রেডিও আবিষ্কারক মার্কনির জন্ম ১৮৭৪
অলিভার ক্রমওয়েলের জন্ম ১৫৯৯
২৬ এপ্রিল — ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার জন্য আমেরিকাতে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ ১৯৭২
দুটি আফ্রিকার দেশ মিলে তানজানিয়া হল ১৯৬৪
চের্নোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্ঘটনা ১৯৮৬
২৭ এপ্রিল — পুলিশের গুলিতে চারজন মহিলা শহীদ হলেন কলকাতায় ১৯৪৯
মহিলাদের শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৭৮
বিখ্যাত উপন্যাসিক গ্যাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কুয়েজের প্রয়াণ ২০১৪
২৮ এপ্রিল — সাবমেরিনে করে জার্মানি থেকে গোপনে জাপানে গেলেন নেতাজী ১৯৪৩
বেনিটো মুসোলিনীকে হত্যা করা হয় ১৯৪৫
সাদ্দাম হুসেনের জন্ম ১৯৩৭
২৯ এপ্রিল — চিন তিব্বতকে নিয়ে ইন্দো-চিন চুক্তি ১৯৫৪
একবছর বোমা বর্ষণের পর কম্বোডিয়াকে আক্রমণ করল আমেরিকা ১৯৭০
বাংলাদেশে ঝড়ে প্রায় দেড় লাখ মানুষের মৃত্যু ১৯৯১
জুবিন মেহেতার জন্ম ১৯৩৬
৩০ এপ্রিল — হিটলার আত্মহত্যা করলেন ১৯৪৫
ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ১৯৭৫
দাদাসাহেব ফালকের জন্ম ১৮৭০

পৃষ্ঠা-৪

আমেরিকার যুদ্ধে ভারতের অর্থব্যবস্থায় অশনি সংকেত

কিশোরকুমার বিশ্বাস

মধ্য এশিয়াতে ইরান ছাড়া প্রায় সমস্ত দেশগুলিই আমেরিকার কাছে পদানত। অনেকের ধারণা ইরান যে ওই অঞ্চলে একঘরে তার কারণ ইরানে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। ব্যাপারটা মূলত অন্যরকম। এটা একটা বিশ্বব্যাপী ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে মুসলিম দুনিয়াতে গণতন্ত্র ঠিক খাপ খায় না। এই ব্যবস্থা মূলত পশ্চিমী দেশের পক্ষে ভাল। এছাড়া অন্য দেশ যদি সেই ধাঁচেই চলতে চায় তবে তারা চলুক। কিন্তু ইসলামিক দেশে রাজতন্ত্র ধরণের এবং বিশেষ আইন ব্যবস্থাই প্রযোজ্য। এখন ইরানি শাসকের দমন পীড়ন থাকলেও এক ধরণের গণতন্ত্র বা অন্য ধরণের আইনী শাসন চলে। দমন-পীড়ন কিন্তু ভারতের মতো তথাকথিত সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও কীরকম চলছে একটু চিন্তা ভাবনা করা মানুষ তা ভালই বোঝেন। এই নতুন ব্যবস্থায় ইরান-মূলত এই কারণেই মধ্য এশিয়াতে এক ঘরে।

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের সভ্যতা হল ইরান। তার প্রায় ১২০০ বছর পরে ইসলাম ধর্মের উদ্ভব। তারও অনেক পরে ইরানে ইসলামে প্রাদুর্ভাব। এই সমস্ত দিক থেকে অতীতের পারস্য সাম্রাজ্য, বর্তমানে ইরান বিভিন্ন কারণেই মধ্যপ্রাচ্য রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত দেশগুলোর থেকে অনেক আলাদা।

কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার একটা নতুন প্রবণতা। তাদের ধারণা বিশ্বের সব দেশ আমেরিকাকে কাজে লাগিয়ে। আর নিজেদের দেশের উন্নতি করছে। তাই আবার আমেরিকাকে সর্বাপেক্ষা উন্নত বা মহান করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ শুরু হয়। আমেরিকাতে রপ্তানি করা দ্রব্যের ওপর খেয়াল খুশিমতো কর চাপানো হচ্ছিল প্রায় সব দেশের রপ্তানির ওপর। কোন নিয়ম না মেনেই তা করা হচ্ছিল বলে তা বিচারে প্রমাণ হয়েছে। এরপর এল বাণিজ্য চুক্তির চাপ। ভারত সহ কিছু দেশ তা যাতে গ্রহণ করে সেটার চেষ্টা হচ্ছে। সবচেয়ে নৃশংস হল ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধান এবং তার স্ত্রীকে ওই দেশ থেকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে এসে আমেরিকায় রাখা।

যুদ্ধের কারণ এবং শুরু

ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলার পরিবেশের মধ্যেই গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েল, রাজধানী তেহরান আক্রমণ করে ইরানের রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্মীয় গুরু আয়াতোল্লা খোমেইনি সহ ৪২ বা ৪৫ জন বড় বড় নেতা এবং সামরিক বাহিনীর প্রধানদের হত্যা করে। এই যুদ্ধের নূন্যতম সাবধান বাণীও ছিল না আমেরিকা-ইজরায়েলের তরফ থেকে। এই কাজের পরই ইরান সর্বশক্তি দিয়ে দুই যুদ্ধবাজ দেশের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। আমেরিকা বহু দূরে। কিন্তু তার বিভিন্ন মধ্যপ্রাচ্যের দেশের ওপর অধিকার কায়েম রাখার স্বার্থে ওই দেশগুলাতে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে রেখেছে। ইরান তাই ওই ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ চালাচ্ছে। ওই দেশগুলো সাধারণ মানুষের ওপর ইরানের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই। এছাড়া আর একটা বড় রকমের পরিকল্পনা ইরান করল। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করে দিল। এই দুটি কারণে ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল আমেরিকার যুদ্ধ প্রায় আন্তর্জাতিক যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। জ্বালানি সঙ্গে করে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সংকট করে বিশ্বের বহুদেশকে এই যুদ্ধের অংশীদার করেছেন ইরান। এর ফলেই আমেরিকার ওপর চাপ বাড়ছে আন্তর্জাতিকভাবে।

যুদ্ধের জন্য ভারতের ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব

সবচেয়ে প্রথমেই আসবে জ্বালানি সংকটের কথা। কিন্তু সেটা ভারতে অন্তত দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে বলেই মনে হয়, অন্তত এখনও পর্যন্ত। তাই সর্বাগ্রে আলোচনা করা উচিত কৃষির সম্ভাব্য সংকট।

কৃষিতে কীভাবে সংকট আসতে পারে

ভারতবর্ষের খারিফ ফসল সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনের প্রায় ৬০ শতাংশ। তাই ভারতের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে গেলে এই খারিফ শস্যের উৎপাদন সঠিক হওয়া জরুরি। কিন্তু এরজন্য প্রয়োজনীয় সার এবারে পাওয়া যাবে কি না তা অনিশ্চিত হচ্ছে যুদ্ধের জন্য। যদি কেবল ইউরিয়ার যোগান কম হয় বা সমস্যা জর্জরিত নয় তাই সেটা কীভাবে হবে। যদি সারের দাম বাড়ে কৃষি উৎপাদন খরচ বাড়বে। উৎপাদনও অনেকটা হতে পারে। এছাড়া সরকারের ভর্তুকী খরচ এমনভাবে বাড়তে পারে যে তা আর্থিক হিসাবনিকাশ পাল্টে যেতে পারে। তবে সরকার রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রাজিল এবং গিনিয়া থেকে সার এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানী করে মধ্যপ্রাচ্যের যোগানের ঘাটতি মেটাতে চাইছেন।

বিভিন্ন ধাতু বা হীরা ভারতে আসে কাঁচামাল হিসেবে। তা আবার এখানে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করে ভারত। তাই ওই দেশের থেকে যোগান শৃঙ্খল ভান্ডারে ভারতের উৎপাদন মার খাবে, বাড়বে বেকারত্ব, কমবে দেশের আয়। অর্থাৎ দেশের উৎপাদন কমে যাবে।

একটা বড় বিষয় হল বিদেশি মুদ্রার আগমন কমে যাওয়া ভারতের প্রায় ১ কোটি লোক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কাজ করে। এই কাজ ব্যবসা বাণিজ্য থেকে নানা প্রফেশনাল কাজ থেকে বিভিন্ন টেকনিশিয়ানের কাজ এমনকী সাধারণ মানুষের বাড়িতে গৃহস্থালীর পরিচর্যার কাজও আছে। এই সমস্ত মানুষ ভারতে তাদের বাড়িতে টাকা পাঠায়। এর পরিমাণ বেশ বেশি। ২০১০-১১ সালে যার মোট পরিমাণ ছিল ৫৫.৬ বিলিয়ন ডলার, ২০২৩-২৪-এ তা বেড়ে হয় ১১৮.৭ বিলিয়ন ডলার। টাইমস অব ইন্ডিয়ার ১৮ই মার্চের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে আর বি আই-এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমান ২০২৯-এ সেটা দাঁড়াতে পারে ১৬০ বিলিয়ন ডলারে। গত ২০২৫-২৬ সালের প্রথমার্ধেই ৭৩ বিলিয়ন ডলার ভারতে আসে এই খাতে। এর পরিমাণ দেশের সমগ্র আয়ের ৩৫% কাছাকাছি। এই অর্থ প্রেরণ এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে এর একটা বিরাট অবদান আছে। আমাদের দেশে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ নিয়ে বিশাল আলোচনা হয়। দেশে অনেক নীতিই তৈরি হয় এই বিদেশি বিনিয়োগ খাতে বাড়ে সেই লক্ষ্যে। কিন্তু এই অর্থপ্রেরণ বিদেশি বিনিয়োগের প্রথম প্রায় তিনগুণ বেশি। তাই যদি ১০ বা ১৫ বা ২০% এই অর্থপ্রেরণ কমে তবে তা হবে ভারতের কাছে অশনি সংকেত। কেবল বাণিজ্য ঘাটতিই নয়। মধ্যপ্রাচ্যে মানুষের কাজ চলে গেলে তারা ভারতে এসে কী করবে? ভারতের এই অর্থ প্রেরণ এত বেশি যে এই বিষয়ে ভারতই পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে। এরপর মেক্সিকো এবং চীন বেশ নীচে।

অভ্যন্তরীন বাজারকে তেজি করেই দেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভব

নিজস্ব প্রতিনিধি- এখন মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ ইজরায়েল-আমেরিকার সঙ্গে ইরানের হলেও প্রায় সমগ্র বিশ্বই এর আঁচে দগ্ধ। কারণ কেবল তেল বা গ্যাস নয়, অন্যান্য বহু দ্রব্যই জড়িত। অনেকে ভাবছেন ভারতের আর্থিক হাল বেশ ভালোর দিকে। হঠাৎ ইজরায়েল এবং আমেরিকার এই অন্যায় আক্রমণে বিশ্ব অর্থব্যবস্থা একটু অস্থির। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ থেমে গেলে ভারতকে আর আটকায় কে? তড়তড়িয়ে এগিয়ে যাবে ভারত। এটা কিন্তু অত সহজ নয়। ভারত এখন মধ্যআয়ের দেশের গোষ্ঠীর নিচের দিকে অবস্থান করছে।

এক নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে বহির্বাণিজ্য চুক্তি

আমেরিকার শুল্কনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থব্যবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্যচুক্তি করা প্রয়োজনীয়। অনেক বাণিজ্য চুক্তির কথা হলেও শেষ পর্যন্ত ভারত পিছিয়ে গেছে নানা আশঙ্কায়। খুব চেষ্টা করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ইউকের সঙ্গে ভারত বাণিজ্য চুক্তি করতে চাইছে বেশ আগ্রহের সঙ্গে। হয়তো আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে ইউকে-র সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আর ইউ-এর সঙ্গে চুক্তিহতে নিয়মমাফিক আরও বেশ কয়েকমাস লাগবে। হয়তো আগামী বছরেও তা পড়তে পারে। গত ১৯শে মে ভারত সরকার থেকে বলা হয়েছে ইউকে-এর সাথে চুক্তি চূড়ান্ত হবে আগামী পয়লা মে এবং ইউ-এর ক্ষেত্রে নভেম্বর। এছাড়া পশ্চিম এশিয়ার ছয় দেশে গাল্ফ কো অপারেশন কাউন্সিল এবং ইজরায়েলের সঙ্গে যে যে বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার কথা সেগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধের কারণে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি আরও দেশ আছে যাদের সঙ্গে ট্রেড চুক্তি হয়েছে বা হতে চলেছে। তবে মনে রাখতে হবে বাণিজ্য চুক্তি করলেই কিন্তু ভারতের অর্থব্যবস্থায় স্বর্ণযুগ আসবে তা নয়। বাণিজ্য চুক্তি বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য এবং বিক্রির জন্য যে যোগান শৃঙ্খলের সৃষ্টি হবে তার ফলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং বিক্রির জন্য বাজার নিশ্চিত হতে পারে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোর। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোর বাজারে অন্যান্য দেশ বাজার পাবে না বা উৎপাদনের আচরণ কিন্তু পারবে না। এর কারণ যদি কোন দেশ উৎপাদনদক্ষ হয় এবং তার দাম কম হয় তা হলেও তারাও কিন্তু বাণিজ্যচুক্তি না করেই যে কোন দেশের বাজার দখল করতে পারে। এছাড়া আছে নতুন টেকনোলজিতে দক্ষ দেশ। যারা কিন্তু বিশেষ বিশেষ দ্রব্য চুক্তি না করেই এবং ভাল লাভ রেখেই অনেক দেশের বাজার ধরে নিতে পারে। তাই মনে রাখতে হবে বাণিজ্যচুক্তির প্রয়োজন আছে বর্তমান অর্থব্যবস্থায়। তবে এটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। দেশকে আভ্যন্তরীণ ভাবে উৎপাদন দক্ষ হতে হবে এবং নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদনে উৎভাবনা শক্তি সমৃদ্ধ হতে হবে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত নয় কেন?

একটা তাত্ত্বিক কথা হল একটা অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন কেমন হবে তা নির্ভর করে ঐ দেশের উৎপাদিত দ্রব্য বা পরিষেবার চাহিদা কেমন। যদি চাহিদা বেশি হয় অর্থাৎ যা উৎপাদন হবে তার পুরোটাই সহজে বিক্রি হয়ে যাবে তবে আবার উৎপাদন হবে এবং যদি চাহিদা আরো বাড়ে তবে আরো বেশি উৎপাদন হবে। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেকের মতে যদি উৎপাদন করা হয় তার মানে কাজের জন্য লোক নিযুক্ত হয়েছে তার আয় হয়েছে। উৎপাদনের জন্য দ্রব্য কেনা হয়েছে অর্থাৎ তাতে বেশ কিছু মানুষের আয় হয়েছে। উৎপাদনের জন্য মূলধন নেওয়া হয়েছে সেখানেও অনেকের আয় হয়েছে। তাই উৎপাদন হওয়া মানেই আয় হওয়া। তাই সেই সমস্ত আয় অবশ্যই উৎপাদিত বা পরিষেবা কিনতে এগিয়ে আসবে। তাই উৎপাদন করলে তার চাহিদা নিয়ে খুব একটা বেশি ভাবনার কারণ নেই। কিন্তু অবিক্রিত দ্রব্য বা পরিষেবা থাকলে বুঝতে হবে দেশের আয়ের একটা অংশ অন্যকিছু কিনতে চাইছে। পরে পরে তাই তা ঠিক ঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তি বাস্তবে ঘাটছে না। উৎপাদন হলেই তাই বিক্রি হবে এই বিষয়টা অবাস্তব।

সামগ্রিক চাহিদা কম হওয়ার জন্যই বেকারী বড় মাপের মোটামুটি হিসাবে ভারতের কাজ করতে ইচ্ছুক লোকের ৩২% লোকের কাজ আছে। আর ২৮ শতাংশ লোকের কাজ নেই। এছাড়া বাকি ৪০% হয় অল্পবয়সী সন্তান কিম্বা বৃদ্ধবৃদ্ধা বা অবসরপ্রাপ্ত বা কাজ করেন না। তাই যদি মাত্র ৩২% মানুষ কাজ করে এবং বাকি ৬৮% মানুষ তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তবে একটা দেশের দারিদ্র্য কমা কঠিন। এবং এরফলে মাথা পিছু আয়ও কম। এমনকী যদি কোন পরিবারের একজন মানুষ বেশ বড় রোজগেরে হল কিন্তু বাকিরা যদি অর্থের বিনিময়ে কাজ না করেন তবে পরিবারের মাথাপিছু আয় কমে যাবে। হতে পারে ২/৪ জন সন্তান স্ত্রী বা বৃদ্ধ পিতামাতা। এমনিতে সংসার ভালই চলছে। কিন্তু একজনের ওপরই সবাই নির্ভর করলে সমগ্র পরিবারের আর্থিক হাল অনেকটা সাধারণ থাকবে।

এর মধ্যে দেশের সরকার বারবার বলে যে মহিলাদের ঘরে এবং বাইরে কাজ করতে হচ্ছে অনেকের। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির ছেলে বা পুরুষ অনেক দূরে বা ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে মজুরির বিনিময়ে ভারতে এখনও ২০ শতাংশের নীচেই হল মহিলাদের কর্মজগতের অন্তর্গত।

সরকারি নীতির জন্যই দেশের আয় এবং কর্মসংস্থান কম

সরকারি নীতি ভারতে এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যেটা বিনিয়োগের ধরণ কী হবে তা ঠিক করে দেয়। ভারতের সরকারি নীতি হল সংগঠিতক্ষেত্রকে জোড়দার করা। এটা আবার গত ১০/১২ বছর বিশাল আকার ধারণ করেছে। এর ফলে সংগঠিত ক্ষেত্র যেমন কৃষি, কুটির শিল্প, ছোটো খাটো ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যক্তি উদ্যোগে পরিবহন, ইত্যাদি আছে। এখানেই প্রায় ৯২ শতাংশ মানুষ যুক্ত। এই ক্ষেত্রেই তাই মানুষের নিয়োগ বেশি হয়। কিন্তু সরকারি নীতিই হল সংগঠিতক্ষেত্রকে বেশি করে উৎসসাহিত করা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কম এবং তা দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে।

ভারতের মতো করে এত দ্রুত পরিবর্তন সবত্র মেনে না। নোটবন্দি, জিএসটি চালু থেকে করোনাকালে যা যা দেখা গেল তাতেই স্পষ্ট হয়েছে যে সরকারি নীতি কতটা সংগঠিত ক্ষেত্রকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিপরীতে অসংগঠিত ক্ষেত্র একেবারে বিপদের সম্মুখীন। এর ফলে অন্য একটা সমস্যাও হচ্ছে। সেটা হল দেশের মোট জাতীয় আয় নির্ধারণ করা ভুল হচ্ছে। যে দেশের আয়ের হিসাব করতে গেলে সমস্ত ক্ষেত্রের আয়কে যোগ করে করতে হয়। নোটবন্দীর ধাক্কাতে অসংগঠিত ক্ষেত্র বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তার ওপর মরার ও খাড়ার হিসাবে জিএসটি চালু হয় এবং এল কারবার আক্রমণ। এই সময় অসংগঠিত ক্ষেত্রের বৃদ্ধি হওয়া তো দূর অস্ত তাদের আয়ের পরিমাণ কমে যেতে লাগল। অর্থাৎ যদি ধরা হয় দেশের জাতীয় আয় সাড়ে ছয় শতাংশ আসলে তা চার শতাংশ। আবার অর্থনীতিবিদ অরুণ কুমার মনে করেন প্রকৃত বৃদ্ধির হার চার শতাংশের নীচে। যতই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা হোক না কেন দেশের মধ্যেই চাহিদা বাড়াতে হবে। তা করতে হলে দেশেই কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অর্থব্যবস্থাই আসল রপ্তানি নির্ভরযোগ্য নয়।

হরমুজ ঘুম কেড়েছে বিশ্ববাসীর

জীবনচন্দ্র পাইন

পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর অবস্থায় যাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ কবে থামবে তা স্পষ্ট নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 'হরমুজ প্রণালী' পুরোপুরি খুলে না দিলে ইরানের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে আমেরিকার সেনা। পাল্টা হুমকিও ইরান দিয়েছে যে তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ধবংস হলে, পশ্চিম এশিয়ায় যে সমস্ত শক্তি প্রকল্পে আমেরিকার অংশীদারি রয়েছে সেগুলির উপর হামলা চালাবে।

ইতিমধ্যে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। অশোধিত তেল ১০০ ডলারের উপরে। হরমুজ পুরোপুরি বন্ধ হলে যা ২০০ ডলারের উপরে চলে যাবে। অর্থনীতি ধাক্কা খাবে। বাজারে নতুন ইস্যু বন্ধ হয়ে গেছে। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম তলানিতে ঢেকেছে (93.7%)। যার ফলে কৃষি মার খাবে। ফলে বাড়তে পারে খাদ্যপণ্যের দাম। এছাড়াও কমবে নানা পণ্যের আমদানি-রপ্তানি। মূল্যবৃদ্ধি মাথা চাড়া দিলে সুদ বৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি হবে। যা সাধারণ মানুষ ও শিল্পের জন্য ভালো নয়। সব মিলিয়ে ঘুম কেড়েছে সরকার শেয়ারবাজার ও সাধারণ মানুষের। যারা স্বল্পমেয়াদে কাজ করেন তারা সাবধানে কাজ করবেন। অল্প মার্জিনে মুনাফা ঘরে তুলুন। নিচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা গেল।

ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (Bank of Maharashtra) অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রথম সারির সরকারি ব্যাঙ্ক। মহারাষ্ট্রের মত অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক রাজ্যের ব্যাঙ্ক। নীট NPA 0.15। Return on Equity 23.79। Cost of Income ratio কমছে ধীরে ধীরে। এটা ভাল লক্ষণ। এই ব্যাঙ্কের Fundamental Base খুব চমক প্রদ। Dividend Yeild 2.24%। বিক্রির অগ্রগতি 24-25% এর কাছে। মুনাফার অগ্রগতি শেষ তিন বছরে গড়ে 66% । শেষ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফল খুব ভালো। এই সময়কালে 1400 – 1800 cr PAT (Profit After Tax) হয়েছে। বাজার সংশোধনে এই শেয়ারে ও সংশোধন হয়েছে ভালো রকম। উপরে 77 টাকা গেছিল। 20 WMA (Weekly Moving Average) 62 টাকা। এই দামে আসলে নেবার কথা ভাবা যেতে পারে। তবে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে এগোতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারী সংস্থা (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী সংস্থার সুনজরে এই শেয়ার। বড় বড় মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলির হোল্ডিং-এ এই শেয়ার আছে। স্বল্পমেয়াদে 80 টাকার টার্গেট। মধ্যমেয়াদে 100 টাকার এবং দীর্ঘমেয়াদে ভালোরকম মুনাফা এই শেয়ারে পাবেন বলে বাজার বিশেষজ্ঞরা মত দিচ্ছেন।

জিলেট ইন্ডিয়া লিমিটেড (Gillett India Ltd) ছোট মুলধন (Small Cap)-এর কোম্পানি কিন্তু পৃথিবী জোড়া ব্রান্ড। 26,000 কোটির মূলধন। পুরুষ এবং নারী দু'জনের জন্য Oral ব্যবহারের জিনিস তৈরি করা একটা World Leader, Gillette Rajor, Gillette Winner সহ আরও অনেক ব্রান্ড নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এদের প্রচার ও প্রসার। Oral growming থেকে 80 শতাংশ আয় আসে কোম্পানির। শেয়ারের বর্তমান দাম 8100 উপরে 11500 টাকা পর্যন্ত গেছিল। ভালো রকম সংশোধন হয়ে এই জায়গায় দাড়িয়ে। শেষ ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফল খুব চমকপ্রদ। ভালো মুনাফা করেছে। 42% Return on Equity, 58% Return on Capital Employeed, শেষ তিন বছরে মুনাফার গড় 10 – 11%। প্রোক্টর অ্যান্ড গ্রামবেল (P/G) এদের বড় প্রোমোটার (85% শেয়ার হোল্ডিং)। বিদেশি বিনিয়োগকারি (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের হাতে আছে 14 – 15% শেয়ার বাকিটা আমজনতাদের হাতে। Risk Reward Ratio খুব শক্তিশালী। 1.5% Dividend Yeild । এই লেবেল থেকে বিনিয়োগ ভাবনা থাকবে। বাজার একটু ভালো জায়গায় এলে 10 – 15% উপরে লাফ দেবে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। এখান থেকে SIP বেসিসে যারা বিনিয়োগ করতে চান, করতে পারেন, ঠকবেন না। উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

এছাড়াও ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাজারের হেলদোল ভয়ঙ্করভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাতে ভালো ভালো শেয়ারের দামে ভালো সংশোধন হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে অল্প স্বল্প করে বিনিয়োগে ধ্যান দেওয়া দরকার। Maha Bank, SBI, Reliance, Bandhan Bank, BOI, BOB, IOB, Gillette India. ইত্যাদি শেয়ারের দাম অনেক কমেছে। নেওয়ার জায়গায় এসেছে। ধ্যান দিতে পারেন। Yes Bank-এ যারা SIP করছেন করে যাবেন। বিশ্বব্যাপী বাজার পরিস্থিতির জন্য দামে ঝটকা লেগেছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। 18 – 18.10 টাকার আশে পাশে পেলে নেবেন।

Commodity : সোনা ও রুপোর সর্বোচ্চ জায়গা থেকে বেশ কিছুটা সংশোধন হয়েছে। যুদ্ধ সংকটের বাজার, তেলের দাম বৃদ্ধি এবং রাশিয়ার শীর্ষ ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে সোনা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির কারণ এর অন্যতম বিষয়। আরও একটা কারণ বেশ কিছু দেশ সামরিক সরঞ্জাম কেনার জন্য বাজারে হাতের সোনা বেচছে। সর্বোপরি ভূ-রাজনৈতিক সঙ্কটে সোনা-রুপোর দাম মাত্রাহীনভাবে বেড়েছিল। ফলে একটা বড় সংশোধন হওয়ারই ছিল। এতে বাজার ভারসাম্য ফেরে। তাছাড়া লগ্নিকারীদের নজর এখন সোনার বদলে 'তেলে' গিয়ে পড়েছে। অস্থির বাজারে কেনাকাটা কম হওয়াও একটা বড় কারণ। পত্রিকায় বাড়ে বাড়ে বলা হয়েছিল রুপো 3.50 লক্ষ টাকায় বেচে রাখতে যারা করেছিলেন তারা মুনাফার মুখ দেখছেন। এবারে বাজারের পরিস্থিতি দেখে 2.10 লক্ষ টাকার আসে পাশে রুপো এবং সোনা 1.30 লক্ষ টাকার আসে পাশে নিয়ে খেলবেন। ক্রুড ওয়েল এই জায়গা থেকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেচে খেলবেন।

মোটামুটি একটা বিনিয়োগভাবনাকে সামনে রেখে সম্যক চালচিত্র তুলে ধরা গেল। খবরের ডালি নিয়ে আবার আগামীতে দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন (মতামত নিজস্ব) ।জীবনচন্দ্র পাইন ৯৮৭৫৫৩০৫৮৯ / ৯৮৩০১৩৬১৯৮

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে জলই হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু

রুপায়ণ চৌধুরী

বিশ্বের বহুদেশের মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ। নাভিশ্বাস উঠছে রান্নার গ্যাস জোগাড় করতে। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে গৃহস্থ থেকে শুরু করে রেঁস্তোরার মালিক সকলের। প্রতিদিনকার প্রয়োজনের জিনিসে টান পড়লে জীবন কতখানি অসহায় হয়ে পড়ে তার আভাস ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। অন্যদিকে, পশ্চিম এশিয়ার উপসাগরীয় মানুষের অন্য আরেকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ঘিরে শুরু হয়েছে সঙ্কট। যুদ্ধ যত তীব্র হচ্ছে, ততই বাড়ছে চিন্তা। গ্যাস, পেট্রোল-ডিজেল নয়, যার নাম— জল।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন, আমেরিকা ইরানের একটি দ্বীপে সমুদ্রের নোনাজল পরিশোধনাগারে আঘাত হেনেছে। এরফলে ওই অঞ্চলের ৩০টি গ্রামের জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইরানও ছেড়ে কথা বলবে না। এর পরে পরেই উপসাগরীয় রাষ্ট্র বাহরিন ঘোষণা করে, তাদের একটি সমুদ্রের নোনাজল পরিশোধনাগারে ড্রোন হামলা করেছে ইরান। এভাবেই চলছে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের পালা। উপসাগরীয় অঞ্চলে সাধারণত পানীয় জল একটি দুর্লভ বস্তু। কারণ, সেখানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হয়। তার ওপর দেশের জলের চাহিদা মেটাবার জন্য সেখানে বড় কোনও স্থায়ী নদী নেই। এসব অঞ্চল সাধারণত নির্ভর করে তাদের সীমিত ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহের ওপর। যেহেতু ওইসব অঞ্চলের মাটির নিচে তেলের আধিক্য বেশি, সেকারণেই জলস্তর নষ্ঠ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তারা জলের চাহিদা



মেটাতে সমুদ্রের জলকে পানীয় জলে রূপান্তরিত করে। যেমন কুয়েতের পানীয় জলের ৯০ শতাংশ আসে পরিশোধনাগার থেকে। ওমানে ৮৬ শতাংশ, সৌদি আরবে ৭০ শতাংশ। যুদ্ধরত দেশ ইজরায়েলেও বেশির ভাগ জল আসে জর্ডন নদী থেকে। এছাড়া এখানে আছে ৫টি পরিশোধনাগার।

ইরানে জল পরিশোধনাগারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জলের সমস্যা সেখানে রয়েছে। উপরন্তু দেশটিতে গত ৫ বছর ধরে খরা চলছে। এছাড়া মানুষের সৃষ্ট জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে এই সমস্যা প্রতিনিয়ত আরও তীব্র হচ্ছে। জল সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে ইরান পরিশোধনাগারের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। গরমকাল আসছে। জলের চাহিদা বাড়বে। এই অবস্থায় দেশের জল পরিকাঠামোর ওপর আক্রমণ হলে সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করবে একথা বলা বাহুল্য। আন্তর্জাতিক আইনানুসারে অসামারিক জলাধারের ওপর আক্রমণ নিষিদ্ধ। অথচ কে কার কথা শোনে। জলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলে তা কতখানি বিপর্যয় ডেকে আনে তার পরিষ্কার উদাহরণ ইউক্রেন এবং প্যালেস্টাইন যুদ্ধ।

পশ্চিম এশিয়ার এই সাম্প্রতিক যুদ্ধ বুঝিয়ে দিল পরিস্থিতি কতখানি ভয়াবহ। পরিশোধনাগারগুলিতে হামলা হলে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সর্বত্র ছড়িয়ে পরে পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। নিকট ভবিষ্যতে উপসাগরীয় অঞ্চলে এই পরিশোধনাগারগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি না হলে কৃষি, খাদ্য, শিল্প এমনকি নগরজীবনেও নেমে আসবে চরম দুর্দশা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জলই হচ্ছে এই যুদ্ধের একমাত্র নির্ণায়ক।

প্রিয় সম্পাদক



বাপের বেটা

সম্প্রতি আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে হরমুজ প্রণালীতে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ওই সংকীর্ণ জনপথ 'বন্ধ' করে রেখেছে ইরান। পণ্যবাহী বেশ কিছু জাহাজে হামলা হয়েছে। এই অবস্থার পর ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ আটকে রাখলে ইরানের ওপর হামলার গতিবেগ ২০ গুণ বাড়ানো হবে। ট্রাম্পের এই হুমকির পর ইরানও পাল্টা হুমকি দেয়। সেই হুমকিতে বলা হয়েছে, ''ইরানের মত দেশ ফাঁপা হুমকিতে ভয় পায় না। অনেকে চেষ্টা করেও ইরানকে ধ্বংস করতে পারেনি। সাবধানে থাকবেন, নিজেই যেন মরে না যান।'

ইদানিং দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সেনাবাহিনীর ওপর সেদেশের নাগরিকদেরই তেমন আস্থা নেই। এরা ভিয়েতনামে জব্দ হয়েছে। আফগানিস্থানে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। তবু এদের শিক্ষা হয় না। বাপের বেটা ইরান। ট্রাম্পকে পাল্টা হুমকি দিয়েছে।

সমীর ধর, বেহালা

অভব্য আচরণ

শিয়ালদহ-ধুলাগড় রুটের বাসগুলোতে যাত্রীদের সঙ্গে অভব্য আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠির অবতারণা। সরকারের পরিবহন দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারি ভাড়ার তালিকায় এই রুটে সর্বনিম্ন ভাড়া ১০ টাকা। কিন্তু যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে ১২ টাকা ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। যাত্রীরা প্রতিবাদ করলেই কন্ডাক্টররা দল বেঁধে যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। হেনস্থা হওয়ার ভয়ে যাত্রীরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন।

সমীর বিশ্বাস, ধূলাগড়

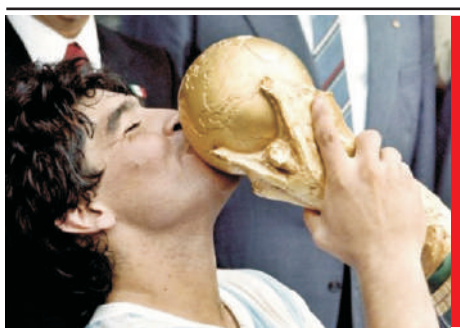
রান্নাঘরে অশান্তি

প্রায় ১৫ দিন হয়ে গেল গ্যাস বুক করা হলেও, ডেলিভারি হয় নি। ইনডাকশন দিয়ে ঠেকা চলছে। ভাত সেদ্ধ আর আনাজ সেদ্ধ। কবে গ্যাস মিলবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আঁচ এসে পড়েছে বাংলার রান্নাঘরে। যুদ্ধের কারণে গ্যাস আমদানিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ক্রমে আতঙ্ক বাড়ছে। কবে এই সমস্যা মিটবে তা কেউ বলতে পারে না। শহরের অনেক হোটেল, রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের মিডডে মিল বন্ধের মুখে। অফিস



কাছারিতে কর্মচারীদের জন্য সুলভ অনেক ক্যান্টিন বন্ধ হতে চলেছে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে খাওয়ার পর্ব চোকাতে অনেক বেশি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। উনুন এবং কয়লার পাট এখন উঠে গেছে। খোলা বাজারে গৃহস্থের গ্যাস সিলিন্ডার ডবল দামে বিক্রি করছেন গ্যাস এজেন্সিগুলো । পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ যেভাবে চলছে তাতে আগামীদিনে রান্নার গ্যাস ও জ্বালানি সঙ্কট আরও তীব্র হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে একটা বিশ্রী অবস্থা। সরকারের অভয়বানী শুনে তো পেট ভরবে না।

কমল সেন, রানাঘাট



স্টেডিয়াম



ইডেন দুয়োরানি, ভাগ্যে শুধু একটি ম্যাচ



আইপিএল-এর দশ দলের অধিনায়করা। কার ভাগ্যে এবার শিকে ছিড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি- দ্বিপাক্ষিক সিরিজের খেলায় ইডেনের ভাগ্যে জুটেছে জিম্বাবোয়ের সিরিজের মাত্র একদিনের একটি ম্যাচ। এবারের দ্বিপাক্ষিক সিরিজের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী ২৬ মার্চ প্রকাশ করেছে ভারতীয় বোর্ড। ইডেনের থেকে বেশি ম্যাচ পেয়েছে পূর্বাঞ্চলের দুটি ছোট কেন্দ্র গুয়াহাটি এবং রাঁচী। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ পেয়েছে তাঁরা। দেখা গেছে ২০২৬-২৭-এ ঘরের মাঠে ২২টি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই খেলাগুলো হবে ১৭টি শহরে। এই সময়ের মধ্যে চারটে দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে এবং অস্ট্রেলিয়া দল আসবে ভারতে খেলতে। এই মরশুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা হবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট। এই পাঁচটি টেস্ট হবে নাগপুর, চেন্নাই, গুয়াহাটি, রাঁচী এবং আমেদাবাদে।

একদিনের এবং টি ২০ মিলিয়ে ম্যাচ হবে ১৭টি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কা মোট ১৪টি সাদা বলের ম্যাচ খেললেও ইডেনের ভাগ্যে একটি ম্যাচও জোটেনি। ইডেন পেয়েছে শুধু জিম্বাবোয়ের ম্যাচ। খেলাটা হবে পরের বছর ৩ জানুয়ারি। এছাড়া আরও একটা বিষাদের খবর রয়েছে। যে সূচি ঘোষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বিরাট কোহলি এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির কোনও ম্যাচ নেই ইডেনে। টেস্ট খেলার মাঠ হিসেবে ইডেনের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অন্য মাঠের সঙ্গে ইডেনের কোনও তুলনাই হয় না। আমেদাবাদ তো এখন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। যাবতীয় বড় বড় টুর্ণামেন্ট এখন আমেদাবাদেই হচ্ছে। সিএবিও এই ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ। জগমোহন ডালমিয়ার সময়ে এসব হত না। এখন সেসব অতীত।

মহামেডানকে সাত গোল লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি- আই এস এল-এর খেলার ২৩ মার্চ যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল মহামেডান স্পোর্টিংকে নিয়ে ছেলেখেলা করল। মোহনবাগান হারিয়েছিল ৫-১। ইস্টবেঙ্গল দিল সাত গোল। জোড়া গোল করেন আনোয়ার আলি এবং ইউসুফ এজ্জেজারি। এই খেলার সুবাদে ইস্টবেঙ্গল ১১ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে এল। মোহনবাগানের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে দুই হল। সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে এদিন ইস্টবেঙ্গল আরও বেশি গোলে জিতে রেকর্ড গড়তে পারত। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে আরও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। দুর্বল দলের



বল কাড়ার চেষ্টা করছেন মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলোয়াড়

বিরুদ্ধে খেলার ফলে ইস্টবেঙ্গলকে কখনই তেমনই বিপদের মুখে পড়তে হয়নি। পরবর্তী ম্যাচগুলোতে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সামনে কঠিন লড়াই। ম্যাচের মধ্যেই পরাজয়ের হতাশায় গ্যালারিতে বিক্ষোভ দেখালেন মহামেডান সমর্থকরা। মহামেডানের সঙ্গে এই মুহূর্তে বাকি ক্লাবগুলোর ম্যাচগুলো শুধুই খাতায় কলমে বড় ম্যাচ। এত খারাপ দল নিয়ে আই এস এল-এ টিকে থাকাটাই কঠিন।

ফেলে রাখা কাজ শেষ করবেন চানু

নিজস্ব প্রতিনিধি- মীরাবাঈচানু তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ শেষ করবেন এবছরেই। চানুর ঝুলিতে রয়েছে অলিম্পিক পদক থেকে শুরু করে কমনওয়েলথ গেমস—সব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পদক। নেই শুধু এশিয়ান গেমসের ভারত্তোলনের কোনও পদক। এটাই তাঁর কাছে অসমাপ্ত কাজ। তিনি বলেন,



ভারতের গর্ব মীরাবাই চানু

''২০২৬-এর এশিয়ান গেমসে আসছে। আমার কাছে এই গেমসের কোনও পদক নেই। এই কঠিন কাজটাই এবার করব। কমনওয়েলথ গেমস পর্যন্ত শরীরের ওজন ৪৮ কেজি রেখে এই বিভাগে লড়ব। এশিয়ান গেমসে লড়তে হতে পারে ৪৯ কেজিতে। অল্পদিনের মধ্যে শরীরের ওজন এক কেজি বাড়াতে হবে। সমস্ত বিষয়টাই বেশ শক্ত।

জঙ্গী হুমকিতে খেলার অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি- পাকিস্তানে সুপার লিগ শুরু হওয়ার আগেই অবস্থা খারাপ। জঙ্গি সংগঠনের হুমকির জেরে প্রশ্ন উঠে গেল পিএসএল নিয়ে। জঙ্গী সংগঠন সরাসরি বিদেশি ক্রিকেটারদের হুমকি দিয়েছে। ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথদের দেশে ফিরতে বলা হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্ব কেউ নেবে না। এই হুমকি দিয়েছে তেহরিফ-এ-তালিবান।

অবসর নিলেন মারিন



ক্যারোলিনা মারিন

নিজস্ব প্রতিনিধি- মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ক্যারোলিনা মারিন অবসর নিলেন। ২৬ মার্চ এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, ''আমার যাত্রা এখানেই শেষ। আগামীদিনে আর কোনও প্রতিযোগিতায় আমি অংশ নেব না।' তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে, একটানা চোট আঘাতের ফলে তাঁর পক্ষে আর খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

জীবনকৃতি পুরস্কার পেলেন দ্য 'ওয়াল'

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার 'জীবনকৃতি' পুরস্কার পেলেন 'দ্য ওয়াল' রাহুল দ্রাবিড়। একই মঞ্চে জীবনকৃতি পুরস্কার পেয়েছেন, মিতালি রাও। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রজার বিনিকেও সম্মানিত করা হয়েছে 'জীবনকৃতি' পুরস্কার দিয়ে। ২০২৫ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে রিচা ঘোষকে সম্বর্ধিত করা হয়েছে। দু'বছর আগে বাংলার হয়ে খেলে যাওয়া দীপ্তি শর্মা বছরের সেরা উইকেট শিকারির পুরস্কার পেয়েছেন। পুরুষদের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে শুভমন গিল যাদবকে। মহিলা ক্রিকেটে স্মৃতি মন্ধানাকেও বর্ষসেরার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কৃত করা হয়েছে সূর্যকুমার যাদব এবং হরমপ্রীত কাউরকেও।



জীবনকৃতি পুরস্কার নিচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়

২০০৭ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ব্যর্থ হয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে ২০২৪ সালে শেষ হিসেবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে রাহুল দ্রাবিড় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এবং সম্পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সমস্ত খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে দল অনেক সাফল্যও পেয়েছে। মঞ্চে আই সিসি-র চেয়ারম্যান জয় শাহের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার সময় রাহুল দ্রাবিড় নেপথ্যে থাকা মানুষগুলোর প্রতিদানের কথা বললেন সোচ্চারে।

বিশ্বকাপে খেলবে ইরান

তেহরান- বিশ্বকাপ ফুটবলে আমেরিকার বদলে মেক্সিকোয় খেলতে চায় ইরান। বিশ্বকাপ ফুটবল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বদল করে এই দাবি জানিয়েছে ইরানি ফুটবল সংস্থা। এই প্রসঙ্গে ফিফার সঙ্গে কথাবার্তাও শুরু হয়েছে। তবে ফিফার তরফ থেকে এখনও কোন বক্তব্য পাওয়া যায় নি। ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, কোনও অবস্থাতেই বিশ্বকাপে তাঁরা খেলবে না। তবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, 'বিশ্বকাপ খেলতে এলে ইরানকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। ফুটবলারদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হবে না।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই হুমকির পর ইরান ফুটবল সংস্থা তাঁদের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত বদল করে। এরপরেই ফিফার কাছে আবেদন জানানো হয়, ''ইরানের ম্যাচগুলো মেক্সিকোতে দেওয়া হোক। যাতে ইরান অংশগ্রহণ করতে পারে বিশ্বকাপে।''

সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত



নারী দিবসে সংগঠনের সদস্যাদের সম্বর্ধনা



রাজপথে নারী দিবসের অনুষ্ঠান দেখছেন দর্শকরা



পুলিশ কর্মীদের সম্বর্ধনা



ওলা উবের সংগঠনের মহিলাদের সম্বর্ধনা



নাটক দেবীর মর্ত্যে আগমন-এর একটি দৃশ্যে মহাদেব ও অন্নপূর্ণা



খাদ্যের প্যাকেট তুলে দেওয়া হচ্ছে



সমাজসেবী বাবলু শীলকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সম্পাদক



সেরাম-এর ইফতার অনুষ্ঠান



জীবনপুরের দোল উৎসবে রাধাকৃষ্ণ বন্দনায় সম্পাদক



হরিশ মুখার্জি রোড কালীপুজো সমিতির প্রাঙ্গণে নাটক দেখছেন দর্শকরা

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কুহু চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষ্ণা বসু, ২৭) ঝর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) সুরজিৎ দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.